দৈনিক বাংলা ৫৫

তারিখ 03 AUG 1005
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

একটি কারিগরি কলেজে ছাত্র ভর্তির টাকা

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীন কলেজ অব টেক্স-টাইল টেকনোলজির প্রথম ও দ্বিতীয় শিপটে (৬০+৬০) ১২০ জন ছাত্র ভর্তির জন্য এ বছর ফরম বিক্রি হয়েছে মোট ৩১৩২টি। প্রতিটি ফরমের মূল্য ২০০/- টাকা হিসাবে এ যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি অর্থ পেয়েছে ৬,২৬,৪০০ টাকা। প্রতিষ্ঠা-নটিতে এই পরীক্ষা গ্রহণের আনুষঙ্গিক ব্যয় অবশ্যই একটা উল্লেখযোগ্য অংকের হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল খরচ বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকবে সে টাকাটার মালিক কে হবে? উদ্বৃত্ত টাকা তো সরকারী তহবিলেই জমা হওয়া উচিত। কিন্তু খবরে অভিযোগ করা হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্ম-চারীদের মধ্যে দিয়ে বাকি টাকা নাকি শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ভাগ করে নেন। আমরা জানি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুদানে চলে এবং প্রতিটি আইটেমের ব্যয় প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে পরিশোধ করাই নিয়ম, যদি তাই হয় তা হলে যে কোন বাবদপ্রাপ্ত আয়টিও তো সরাসরি প্রতিষ্ঠানের তহবিলেই জমা হওয়া সঙ্গত এবং সমীচীন।

তাই আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বিভাগ এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত তহবিল কিভাবে ব্যয়িত হয় তা জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করবেন।

ইনসাফ আলী
২৬ মিরপুর, ঢাকা